ইসলামে ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীর অধিকার: মানবিক সমাজ গঠনের মূলভিত্তি

সংগৃহীত ছবি

ইসলাম শুধু ইবাদত নয়, বরং সামাজিক জীবনকেও ন্যায়, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সাজিয়েছে। ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার শিক্ষা মুসলিম সমাজকে একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলে। রাসূল ?-এর হাদিসে প্রতিবেশীকে সম্মান করা ও মুসলিম ভাইয়ের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোকে ঈমানের অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীর অধিকার ইসলামের সামাজিক দর্শনের মূলভিত্তি।

ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা

কুরআনে বলা হয়েছে—

“নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরের ভাই।” (সূরা হুজুরাত ৪৯:১০)

এই আয়াত মুসলিম সমাজে ভ্রাতৃত্বকে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একজন মুমিনের দুঃখ অপর মুমিনকে কষ্ট দেয়, তার আনন্দ অন্যকে আনন্দিত করে।

রাসূল ? বলেছেন:

“তোমরা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য তা-ই ভালোবাসবে যা নিজের জন্য ভালোবাসো।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

অর্থাৎ, প্রকৃত ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যে নিজের মঙ্গল যেমন চায়, ভাইয়ের মঙ্গলও তেমনি চায়।

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশীর অধিকার ইসলামে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। কুরআনে বলা হয়েছে—

“আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না; এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন, আত্মীয়-প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সাথী ও মুসাফিরের প্রতি সদাচরণ করো।” (সূরা নিসা ৪:৩৬)

রাসূল ? বলেছেন:

“জিবরাইল আলাইহিস সালাম বারবার আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকলেন, এমনকি আমি ভাবলাম তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীও বানিয়ে দেবেন।” (সহিহ বুখারি)

অন্য এক হাদিসে তিনি বলেছেন:

“সে ঈমানদার নয়, যার পেট ভরা থাকে অথচ তার পাশের প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।” (সহিহ বুখারি)

সামাজিক জীবনের শিক্ষা

ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীর অধিকার কেবল ইসলামী শিক্ষা নয়, বরং একটি মানবিক সমাজ গড়ার মৌলিক ভিত্তি। বর্তমান সমাজে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, অবহেলা ও অমানবিকতার জায়গায় যদি এই শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করা যায়, তবে মুসলিম উম্মাহ আবারও আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে।

ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও দায়বদ্ধতায়। তাই প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো—ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো, প্রতিবেশীর হক আদায় করা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা।